সংবাদ

তারিখ 4 APR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ডুমুরিয়ার বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য!

প্রতিনিধি, ডুমুরিয়া (খুলনা)

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা পুরান অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। তারা শ্রেণিকক্ষেই সরকারি নির্দেশকে বৃদ্ধাআঙ্গুল দেখিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা কোচিং বানিজ্য। একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে চলছে ফাঁকি, অন্যদিকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। সরকারি কতৃপক্ষকে বলা হচ্ছে অবিভাবকদের অনুরোদে অতিরিক্ত ক্লাস হিসেবে করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্যারদের কাছে কোচিং না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর পেতে হবে এই ভয়ে পড়তে হচ্ছে তা ছারা বিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস হয় না।

অনেক অবিভাবকরা বলেন কোচিং পরাতে হচ্ছে সময় মতো ক্লাস হয় না মাষ্টাররা ২/৩টি বইয়ের ক্লাস নিয়ে স্যারেরা যার যার কাজে চলে যান তাই ভেবে দেখলাম কোচিং ছারা বাচার হাত নেই।

বিভিন্ন সূত্রসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঘুরে জানা যায়, ডুমুরিয়া উপজেলায় ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ স্কুলের শ্রেণিকক্ষের রুম ব্যবহার করে কোচিং বানিজ্য চালানো হচ্ছে। যেসব স্কুলের নাম জানা গেছে সেগুলো হলো- উপজেলার পল্লী-শ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালণয়ের গনিতের শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন মন্ডল, হাজিডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঠাকুর দাস, আ. সাত্তার, নোয়াকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপুল গুটুদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উত্তম ডুমুরিয়া ঋষি পাড়ায় কোচিং সেন্টার মিকসিমিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কে-কে-কেবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শোভনা বিরাজময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোচিং বানিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুধির কুমার মন্ডল বলেন, স্কুলে কোচিং করলে এক দিকে শিক্ষকরা যেমন পাঠদানে অমনোযোগী হয়ে পড়েন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরাও শ্রেণিকক্ষে অমনযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীরা স্কুলের প্রাইভেট শেষে বাড়ি চলে যান। এছাড়া যদি প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষকরা বিভিন্ন দুনীতির সঙ্গে জাড়িত থাকেন তখন সহকরীরা এ সুযোগ তো গ্রহন করবেনই। শিক্ষাকতা পেশাটি আদর্শের এটি-কে টাকায় পরিমাপ না করে প্রতিষ্ঠান প্রধান সহ অন্যান্যদের মানুষীকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবেই আদর্শ শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্বব হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থীরা জানান পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে হলে স্যারদের কাছে পড়তে হয়,তাই পড়ি।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দেবাশীষ কুমার বিশ্বাস বলেন, আইনের উদ্ধে কেহ নয়, সরকারি নিতি মালার মাধ্যমে করতে হবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অবিভাবকদের অনুমতি নিয়ে করা যেতে পারে অতিরিক্ত ক্লাস হিসেবে। তার বাইরে হলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিটি শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।